অনন্তের একটি লেখার উপর কিছু প্রশ্ন

আপনার লেখা *"মহাপ্লাবনের বাস্তবতা : পৌরাণিক অতিকথন বনাম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান"* আর্টিকলটি তখনই পড়ে নিয়েছিলাম। খুব-ই চমৎকার লিখেছেন। এর উপর সামান্য দু-লাইন লিখব লিখব করে আর লিখা হয়ে ওঠেনি।

নূহের মহাপ্লাবনের ঘটনাকে একটি 'মিথ' ধরে নিয়েই শুরু করছি।

এ কথা আজ সর্বজনবিদিত যে অন্ধ মোল্লারা সবকিছু না বুঝে না সুজে একদম অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, কোন যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না (মুসলিমদের ক্ষেত্রে এ কথা আজ সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য), যদিও ১০০% অন্ধ-বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী বলে কিছু নেই। 'বিশ্বাসী' অর্থ যেমন এই নয় যে তারা সব কিছুতেই বিশ্বাস করে, আবার 'অবিশ্বাসী' অর্থও কিন্তু এই নয় যে তারা সব কিছুতেই অবিশ্বাস করে। প্রত্যেক মানুষকেই কিছু কিছু বিষয়ে যেমন বিশ্বাস করতে হয়, ঠিক তেমনি আবার কিছু কিছু বিষয়ে অবিশ্বাসও করতে হয়। আপনি উদাহরণ চাইলে দেওয়া যেতে পারে। তবে সেটা এই লেখার বিবেচ্য বিষয় নয়। আবার এ-ও সত্য যে মানুষভেদে এই বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মাত্রা অনেক কম-বেশী হতে পারে।

যাহোক, আপনি তিনটি ধর্মগ্রন্থের আলোকে খুব সুন্দর করে লেখাটা উপস্থাপন করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এরকম একটি 'মহাপ্লাবন' বাস্তবে সম্ভব না। মহাপ্লাবনের ঘটনাটাকে একটি 'মিথ' ধরে নিয়েই আপনাকে নীচের পয়েন্টগুলো বিবেচনা করতে বলবোঃ

(১) আপনি কি মহাপ্লাবনের উপর বর্ণিত তিনটি ধর্মগ্রন্থের ঘটনাকে সম্পুর্ণ এক করে দেখেছেন নাকি আলাদা করে দেখেছেন।

(২) আপনি কি বলতে চেয়েছেন যে তিনটি ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কোন ঘটনা-ই বাস্তবে সম্ভব না?

(৩) কোরানে সম্ভবত মহাপ্লাবন (Great Food) বলে কিছু উল্লেখ নেই; শুধু প্লাবন (Flood) কথাটা লিখা আছে, খেয়াল করেছেন কি? সম্ভবত একমাত্র ইউসুফ আলী ছাড়া অন্য তিন জন ফেমাস অনুবাদক (পিকথাল, শাকির, খলিফা) প্লাবন (Flood) কথাটাও উল্লেখ করেন নাই, খেয়াল করেছেন কি তারা কি বলেছেন?

(৪) *'সারা পৃথিবী মহাপ্লাবনে দীর্ঘদিন ধরে পানিতে নিমজ্জিত ছিল'* - এরকম কোন কথা সম্ভবত কোরানে লিখা নেই, আছে কি?

(৫) কোরানের বর্ণনা অনুসারে ঘটনাটি একটি লোকালয়ে (A locality) একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারে, ভেবে দেখেছেন কি?

(৬) একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির মধ্যে (In a locality) এরকম প্লাবণ হওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু, আরেকবার ভেবে দেখবেন কি?

আপনার উল্লেখিত কোরানিক আয়াতগুলি পড়েছি। অসম্ভব কিছু আমার নজরে আসেনি। আমার অবজারভেশন ভুলও হতে পারে। আপনি একটু ব্যাখ্যা করবেন কি, কেন আপনার দৃষ্টিকোন থেকে কোরানে বর্ণিত ঘটনাটি অসম্ভব মনে হয়েছে?

এখন যদি বলেন কোরানে বর্ণিত ঘটনাটি একটি স্বাভাবিক ঘটনাও হতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন। তৌরাত এবং ইঞ্জিল অনুযায়ী (আপনার বক্তব্য অনুযায়ী, আমি জানি না) যদি নূহের মহাপ্লাবনের ঘটনা বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব হয়; তাহলে একই ঘটনাকে কোরানে কিভাবে সম্ভব করা হইলো বলে আপনি মনে করেন। কোরানে এমন কিভাবে 'কাট-ছাঁট' করা হইলো যে অসম্ভব ঘটনাটিই আবার সম্ভবে পরিণত হইলো? একটু ব্যাখ্যা করবেন কি।

প্লাবনের উপর নীচের মূল দুটি আয়াত আবারো দেখে নিতে পারেন। আরো আয়াত আছে, সেগুলিও দেখে নিন। আমার প্রশ্নগুলোকে অন্যভাবে নেবেন না যেন!

ভালো এবং সুস্থ্য থাকুন এই কামনায়।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com

11.40. SHAKIR: Until when Our command came and water came forth from the valley, We said: Carry in it two of all things, a pair, and your own family-- except those against whom the word has already gone forth, and those who believe. And there believed not with him but a few.

23.27. SHAKIR: So We revealed to him, saying: Make the ark before Our eyes and (according to) Our revelation; and when Our command is given and the valley overflows, take into it of every kind a pair, two, and your followers, except those among them against whom the word has gone forth, and do not speak to Me in respect of those who are unjust; surely they shall be drowned.